ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব

১ম শমূয়েল ৬ অধ্যায় ১-৯ পদ

ইস্রায়েলের ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক হস্তগত করার দ্বারা পলেষ্টীয়রা ভেবেছিল, ইস্রায়েলের ঈশ্বরের থেকে তাদের দেব-দেবীদের ক্ষমতা অনেক বেশি। কিন্তু তাদের সেই চিন্তা যে কতখানি ভুল, তা তাদের দাগোন দেবের মূর্তির মাটিতে পতিত হওয়া (৫:১-৫) এবং তাদের দেশের ৩টি নগরের (অস্‌দদ, গাত ও ইক্রোণ) লোকদের প্রতি মহামারীর দ্বারা (৫:৬-১২) প্রকাশিত হয়েছিল। এইভাবে, তাদের মাঝে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুকের উপস্থিতির কারণে যখন তাদের প্রতি এমন ঘটনা ঘটেছিল, তখন পলেষ্টীয়রা উপলব্ধি করেছিল যে, সেই নিয়ম-সিন্দুক থেকে নিস্কৃতি পেতে হবে। কিন্তু এই সত্যে উপনীত হতে তাদের ৭ মাস লেগেছিল। যাইহোক, ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক ফেরত পাঠানোটা যদিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, ঠিক কথা, কিন্তু সেই নিয়ম-সিন্দুকের সঙ্গে কী পাঠাতে হবে এবং তা কীভাবে পাঠালে তাদের প্রতি সেই মহামারী শেষ হবে, তা-ও তাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই, এ বিষয়ে তারা কী উদ্যোগ এবং সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, তা আজ আমরা ৬:১-১২ পদ থেকে দেখতে চলেছি।

ক। অবশেষে পলেষ্টীয়রা তাদের ধর্মীয় নেতাদের শরণাপন্ন

১ পদে বলা হয়েছে, *"সদাপ্রভুর সিন্দুক পলেষ্টীয়দের দেশে সাত মাস থাকল।"* নিয়ম-সিন্দুক হস্তগত করার পর পলেষ্টীয়রা প্রথমে তা তাদের অস্‌দদ নগরে এনে দাগোনের মন্দিরে রেখেছিল। কিন্তু সেখানে যখন দাগোনের মুর্তি মাটিতে পতিত হয় এবং সেই নগরের লোকেরা মহামারীতে মারা যায়, তখন তারা তা গাতে পাঠিয়েছিল। কিন্তু সেখানকার লোকেরাও যখন মহামারীতে মারা যায়, তখন তারা তা ইক্রোণে পাঠিয়েছিল। এইভাবে, ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুককে এক নগর থেকে অন্য নগরে পাঠানোর দ্বারা তারা নিশ্চিত হতে চাইছিল যে, সেই মহামারীর কারণ কী? তাদের মধ্যে নিয়ম-সিন্দুকের উপস্থিতি না-কি তা কাকতালীয়, দূর্ঘটনা বা দূর্ভাগ্য মাত্র। কিন্তু ইক্রোণেও যখন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়, তখন তারা মোটামুটি নিশ্চিত হয় যে, তাদের মাঝে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুকের উপস্থিতিই সেই মহামারীর কারণ। এখন, ৫ অধ্যায় পর্যন্ত তাদের কাছে এই সমস্যাটি ছিল রাজনৈতিক, তাই তার সমাধানার্থে তারা তাদের ভূপালদের (৫:৮, ১১) পরামর্শ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের পরামর্শ মেনে যখন কোনও কাজ হয়নি এবং প্রায় ৭ মাস কেটে গেছে, তখন তারা উপলব্ধি করেছিল যে, তাদের প্রকৃত সমস্যা হল ধর্মীয়। আর তাই তারা তার সমাধানে তাদের ধর্মীয় নেতাদের ডেকেছিল। ২ পদে বলা হয়েছে, *"পরে পলেষ্টীয়রা যাজক ও মন্ত্রজ্ঞদের ডেকে বলল, সদাপ্রভুর সিন্দুকের বিষয় আমাদের কী কর্তব্য? বল দেখি, আমরা কী দিয়ে তা স্বস্থানে পাঠিয়ে দেব?"*

এর আগে আমরা ৪ অধ্যায়ে দেখেছিলাম যে, ইস্রায়েলীয়রাও একটি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিল, এবন-এষরের প্রথম যুদ্ধে তারা পরাজিত হয়েছিল ও তাদের ৪,০০০ সৈন্য হত হয়েছিল। কিন্তু সেই সমস্যার সমাধান করতে ইস্রায়েলের প্রাচীনরাই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল এবং হফ্‌নি ও পীনহস সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করেছিল। তারা সেই সমস্যার সমাধানে একবারের জন্যও শমূয়েলের পরামর্শ নেবার কথা চিন্তা করেনি; যদিও ৩ অধ্যায়ের শেষে এমন কথা বলা হয়েছিল যে, *সদাপ্রভু শীলোতে শমূয়েলের কাছে সদাপ্রভুর বাক্য দ্বারা নিজেকে প্রকাশ করতেন; আর সমস্ত ইস্রায়েলের কাছে শমূয়েলের বাক্য উপস্থিত হত* (৩:২১)। যাইহোক, অবশেষে পলেষ্টীয়রা তাদের সমস্যার মূল কারণকে উপলব্ধি করেছিল, তাই তারা তাদের ধর্মীয় নেতা তথা যাজক ও মন্ত্রজ্ঞদের (গণনা ২৩:২৩) শরণাপন্ন হয়েছিল। তাদের কাছে এখন কেবল সিন্দুক ফেরত পাঠানো নয়, কিন্তু ***কী দিয়ে*** তা ফেরত পাঠাতে হবে, তা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়েছে।

খ। পলেষ্টীয় ধর্মীয় নেতাদের পরামর্শ

পলেষ্টীয় যাজকরা স্পষ্ট ভাষায় ভূপালদের জানিয়েছে যে, ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুকের প্রতি তারা যে আচরণ করেছে, তার জন্য তারা যেন তাদের অপরাধ স্বীকার করে ও পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে তা ফেরত পাঠায়। ৩ পদে তাদের যাজকদের উত্তরের কথা বলা হয়েছে,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

"তোমরা যদি ইস্রায়েলের ঈশ্বরের সিন্দুক ফেরত পাঠাও, তবে শূন্য পাঠিও না, কোন প্রকারে দোষার্থক উপহার তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেও; তাতে সুস্থ হতে পারবে, এবং তোমাদের থেকে তাঁর হাত কেন সরছে না, তা জানতে পারবে।" মিসর ত্যাগ করার সময় ইস্রায়েল যেমন রিক্ত হস্তে বের হয়ে আসেনি (যাত্রা ১১:২), ঠিক তেমনই ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুকও শূন্য অবস্থায় পলেষ্টীয়দের দেশ ত্যাগ করবে না; উপযুক্ত উপহার বা ভেঁট দিয়ে তা ফেরত পাঠাতে হবে। যদিও এই পদে সেই উপহারকে দোষার্থক উপহার বলা হয়েছে, কিন্তু আমরা যেন একে মোশির বিধানের দ্বারা ইস্রায়েলকে দত্ত দোষার্থক-বলির (লেবীয় ৫:১৪-৬:৭) সঙ্গে গুলিয়ে না ফেলি। কারণ, মোশির বিধান অনুসারে, দোষার্থক-বলি হিসাবে নির্দোষ মেষের রক্ত উৎসর্গ করতে হত। কিন্তু এখানে, পরবর্তী পদে আমরা পলেষ্টীয় ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা যে উপহার দেখতে চলেছি, সেখানে একদিকে যেমন কোনও নির্দিষ্ট পাপের উল্লেখ নেই, অন্যদিকে মেষের রক্তও উৎসর্গ করা হয়নি। পরিবর্তে, তারা তাদের ধর্মীয় চিন্তা থেকে উপলব্ধি করেছে যে, নিয়ম-সিন্দুক পলেষ্টীয়দের হস্তগত হওয়ার কারণে ইস্রায়েলের ঈশ্বর অসন্তুষ্ট হয়েছেন (চটে গেছেন), তাই তিনি মহামারীর দ্বারা তাদের হত্যা করেছেন; এখন এমন পরিস্থিতিতে তাঁকে শান্ত বা প্রশমিত করার উপায় হল: উপযুক্ত মুল্যবান উপহার বা ভেট পাঠানো। অর্থাৎ, পলেষ্টীয়দের বিরুদ্ধে ঈশ্বরের ক্রোধের যে প্রকাশ ঘটেছে, তা মুকাবিলা করার জন্য **যথেষ্ট মূল্যবান উপহার** পাঠাতে হবে। যাইহোক, তাদের এমন চিন্তার দ্বারা একটা বিষয় পরিষ্কার যে, তাদের এইভাবে নতিস্বীকার করার কারণ ইস্রায়েলীয়রা নয়, কিন্তু তাদের ঈশ্বর। তাই, এই উপহার ইস্রায়েলীয়দের কাছে নয়, কিন্তু ***তাঁর কাছে***, তথা ঈশ্বরের কাছে পাঠানোর কথা বলা হয়েছে।

ঈশ্বরের সিন্দুক হস্তগত করে তারা একটা ভুল করেছে, কিন্তু সেই সিন্দুক ফেরত পাঠাতে গিয়েও যাতে তারা কোনও ভুল না করে, তাই তা কীভাবে পাঠাতে হবে, তা জানতে তারা বিশেষ আগ্রহী। শূন্য সিন্দুক পাঠানো যাবে না, ভালো কথা; কিন্তু তার সঙ্গে কী পাঠাতে হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে পলেষ্টীয় ধর্মীয় নেতারা বলেছে, *"পলেষ্টীয়দের ভূপালদের সংখ্যানুসারে সোনার পাঁচটা স্ফোটক ও সোনার পাঁচটা ইঁদুর দেও, কারণ তোমাদের সকলের উপরে ও তোমাদের ভূপালদের উপরে একই প্রকার আঘাত পড়েছে। অতএব, তোমাদের নিজেদের স্ফোটকের প্রতিমা ও দেশনাশকারী ইঁদুরের প্রতিমা নির্মাণ কর, এবং ইস্রায়েলের ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার কর; হয়ত তিনি তোমাদের উপর থেকে, তোমাদের দেবদের ও দেশের উপর থেকে নিজের হাত লঘু করবেন"* (৪-৫ পদ)। পলেষ্টীয় ধর্মীয় নেতারা তাদের মাথা খাটিয়ে, সেই উপহারের বিষয় হিসাব করেছে। **(১) মূল্য**: উপহারগুলি সোনার হতে হবে, কারণ তা মূল্যবান হতে হবে। **(২) রোগ-নিবারণ**: উপহারগুলি হল স্ফোটক ও ইঁদুরের মূর্তি। যেহেতু তাদের প্রতি স্ফোটকের মহামারী ঘটেছিল এবং ধরা যেতে পারে, তা ইঁদুর-বাহিত হয়েছিল; সেইহেতু সেই মহামারী থেকে মুক্ত হবার আশায় তাদের মূর্তি নির্মাণ করার কথা বলা হয়েছে। **(৩) নতিস্বীকার**: আবার, উপহারের সংখ্যা ৫, কারণ তার দ্বারা পলেষ্টীয়দের সমগ্র দেশ তথা সমস্ত নগরকে নির্দেশ করা হয়েছে (১৭-১৮ পদ)। অর্থাৎ, এর দ্বারা ঈশ্বরের ক্ষমতার কাছে সমস্ত পলেষ্টীয়ের নতিস্বীকারকে নির্দেশ করা হয়েছে। এইভাবে দোষার্থক উপহারের দ্বারা, তারা একদিকে যেমন ভেট পাঠিয়েছে; অন্যদিকে তেমনই, তাদের পঞ্চ নগরের এলাকা থেকে সেই মহামারীকে প্রতীকাকারে বিদায় করেছে; এবং একইসঙ্গে তাদের প্রতি এই যে মহামারী ঘটেছে, তার মূলে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের ক্ষমতাকে স্বীকার করেছে। ৪:২১-২২ পদে, যে ঈশ্বরের গৌরব হৃত হয়েছিল বলে মনে হয়েছিল, পরজাতি পলেষ্টীয়দের কাছে পর্যন্ত **সেই ঈশ্বরের হৃত গৌরবের পুনরুদ্ধার ঘটেছে**। ইয়াওয়ে ঈশ্বরের গৌরব বা ক্ষমতার হাত এত ভারী যে, পলেষ্টীয় ধর্মীয় নেতারা পর্যন্ত এই কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে। ঈশ্বরের হাত কেবল পলেষ্টীয়দের নয়, কিন্তু তাদের দেবদেবী ও দেশের উপরও বিস্তারিত হয়েছিল। সদাপ্রভুর সেই ভারী হাতকে হালকা করতে বা প্রশমিত করতে তারা ভূপালদের সোনার মূর্তি তৈরী করে ভেট পাঠাতে পরামর্শ দিয়েছে।

গ। ইতিহাস থেকে শিক্ষা

মিসরের বন্দিত্ব থেকে ঈশ্বর ইস্রায়েলকে কীভাবে মুক্ত করেছিলেন, সে বিষয়ে পলেষ্টীয়রা অবহিত ছিল। ৪:৮

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

পদে এর আগেই সে বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছিল *(এই পরাক্রমী দেবদের হাত থেকে কে আমাদের উদ্ধার করবে? . . . এঁরা প্রান্তরে সমস্ত প্রকার আঘাতে মিস্রিয়দের বধ করেছিল)*। ঐ পদে, মিসরীয়দের প্রতি আঘাতকে প্রান্তরে ঘটার কথা বলা হয়েছে, যা প্রকৃতপক্ষে মিসরেই ঘটেছিল। হতে পারে, সেই কাহিনী তাদের কাছে উপস্থিত হবার পথে একটু বিকৃত হয়েছিল। যাইহোক, তারা শুনেছিল যে, যদিও ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল যেন তাঁর প্রজারা মিসর থেকে বের হয়ে আসে, কিন্তু মিসরের ফারাও সেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইস্রায়েলীয়দের ছাড়তে চায়নি; আর তাই ঈশ্বর মিসরের প্রতি একের পর এক আঘাত হেনেছিলেন। এখন, মিসরের রাজা যে ভুল করেছিল, পলেষ্টীয়রা কিন্তু সেই ভুল করতে চায়নি। তাই ৬ পদে বলা হয়েছে, *"তোমরা কেন নিজের নিজের হৃদয় ভারী করবে? মিসরীয়রা ও ফরৌণ এইভাবে নিজের নিজের হৃদয় ভারী করেছিল; তিনি যখন তাদের মধ্যে মহৎ মহৎ কাজ করলেন, তখন তারা কি লোকদের বিদায় করে চলে যেতে দিল না?"* অর্থাৎ, পলেষ্টীয়রা ইতিমধ্যেই তাদের মধ্যে ইস্রায়েলের ঈশ্বরের ক্ষমতা টের পেয়েছে; তাই সেই ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁর নিয়ম-সিন্দুককে নিজেদের মধ্যে রেখে, তারা আর সমস্যা বৃদ্ধি করতে চায় না। কারণ ইতিহাস থেকে তারা শিখেছে যে, ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে হৃদয় কঠিন করলে, তাদেরও মিসরের মতো পরিস্থিতি হবে। অবশেষে, ফরৌণ যেমন ঈশ্বরের প্রজাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল (যাত্রা ১২:৩১-৩৩), ঠিক তেমনই এখানে পলেষ্টীয়রা ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক ফেরত পাঠাতে ব্যধ্য হয়েছে।

ঘ। ঈশ্বরের হাত না কাকতালীয় ঘটনা?

যদিও পলেষ্টীয়রা ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক থেকে নিস্কৃতি পেতে চায়, এবং তাদের প্রতি যে মহামারী ঘটেছে, তা তাদের মধ্যে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক আটকে থাকার কারণেই ঘটেছে বলে তারা স্বীকার করেছে; তথাপি, তাদের মধ্যে সন্দেহ ও অনিশ্চয়তা কাজ করে চলেছে। তাদের প্রতি সমস্ত দূর্দশার কারণ হিসাবে তারা ঈশ্বরের হাতকে স্বীকার করতে সম্পূর্ণ রাজি; মিসর রাজ যেমন ইস্রায়েলকে যেতে দিয়েছিল, তারাও ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুকে যেতে দিতে সম্পূর্ণ রাজি; তথাপি, তারা এ সবের মূলে ঈশ্বরের হাতের চিহ্নকে আরও স্পষ্ট করে দেখে নিশ্চিত হতে চায়। তাই তারা ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুককে ফেরত পাঠাতে ও তার সঙ্গে ভেট পাঠাতে এমন একটি পদ্ধতি গ্রহণ করল, যার দ্বারা তারা এ বিষয়ে নিশ্চিত হতে চাইল। ৭-৮ পদে বলা হয়েছে, *"অতএব সম্প্রতি (কাঠ) নিয়ে একটি নতুন শকট তৈরী কর, এবং কখনও যোঁয়ালি বহন করেনি, এমন দুটি দুগ্ধবতী গাভী নিয়ে সেই শকটে যোড়, কিন্তু তাদের বাছুর তাদের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে এস। আর সদাপ্রভুর সিন্দুক নিয়ে সেই শকটের উপরে রাখ, ঐ যে সোনার বস্তুগুলি দোষার্থক উপহার হিসাবে তাঁকে দেবে, তা তার পাশে একটি বাক্সে রাখ; পরে বিদায় কর, তা যাক।"* এখন, নতুন শকটে করে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক বহনকে যদিও আমরা ঈশ্বরের পবিত্রতাকে স্বীকার করার বিষয় হিসাবে চিন্তা করতে পারি; কিন্তু গরুর গাড়ীর চালক ছাড়াই, কখনও যোঁয়ালি বহন করেনি এমন দুটি দুগ্ধবতী গাভীকে তাদের বাছুরদের থেকে পৃথক করে সেই গাড়ী টেনে নিয়ে যাবার পদ্ধতির মধ্যে আমরা তাদের ধূর্ততার ইঙ্গিত পাই। তারা যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, তার থেকে পরিস্কার যে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুককে যদি ইস্রায়েলীয়দের এলাকায় যেতে হয়, তাহলে তা ঈশ্বরের অলৌকীক শক্তি ছাড়া সম্ভব নয়। কারণ, (১) গরুর গাড়ীর চালক ছাড়া নির্দিষ্টি পথ ধরে গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো গরুদের পক্ষে সম্ভব নয়। (২) কখনও যোঁয়ালি বহন করেনি, এমন গরুদের পক্ষে সেই নিয়ম সিন্দুক বহন করা সহজ কাজ নয়। (৩) সদ্য মা হয়েছে যে গাভী, তার পক্ষে বাছুরদের ছেড়ে যাওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব বিষয়; কারণ সে যে কোনও মূল্যে বাছুরের কাছে থাকতে চায় ও তাকে রক্ষা করতে চায়। এখন, এই সমস্ত সাধারণ বা স্বাভাবিক নিয়মকে ভেঙ্গে নিয়ম-সিন্দুক যদি ইস্রায়েলীয়দের কাছে পৌঁছায়, তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, কোনও মানুষের সাহায্য ছাড়াই এবং গরুর সহজাত প্রবৃত্তির ঊর্ধ্বে যে ঈশ্বর সার্বভৌম, তিনিই এ সমস্তের মূল কারণ। কিন্তু তা যদি না হয়, তাহলে প্রমাণিত হবে যে এই মহামারী সম্বন্ধে তাদের অশঙ্কা সঠিক নয়, ইস্রায়েলের ঈশ্বর এর কারণ নয়, এগুলি কাকতালীয় ঘটনা, কিম্বা দূর্ঘটনা বা দুর্ভাগ্যের ফল। অন্যদিকে, এইভাবে ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে সরাসারি যোগাযোগেরও কোনও প্রয়োজন হবে না (যা নিজেদের উদ্যোগে সাধিত হওয়ায় কারণে পলেষ্টীয়দের পক্ষে

লজ্জার বিষয়); এবং সেই সমস্ত মূল্যবান উপহারও হাতছাড়া হবে না। তাই, ৯ পদে এমন কথা বলা হয়েছে, *"আর দেখ, সিন্দুক যদি নিজ সীমার পথ দিয়ে বৈৎ-শেমশে যায়, তবে তিনিই আমাদের এই মহৎ অমঙ্গল ঘটিয়েছেন; নতুবা জানব, আমাদের যে হাত আঘাত করেছে, সে তাঁর নয়, কিন্তু আমাদের প্রতি আকস্মিক ঘটনা হয়েছে।"* অর্থাৎ, এই পদ্ধতিতে ঈশ্বরের নিয়ম-সিন্দুক ফেরত পাঠানো ছিল ঈশ্বরকে স্বীকার করার পরিবর্তে তাঁর পরীক্ষা করা, তাঁর উপর গবেষণা চালানো।

পলেষ্টীয়রা তাদের চিন্তার দাগোনের সঙ্গে ইস্রায়েলের ঈশ্বরকে গুলিয়ে ফেলেছে। তারা জানত যে, তাদের তৈরী দেবতা দাগোনের পক্ষে গরুর গাড়ীকে এক ইঞ্চিও সরানো সম্ভব ছিল না; সেই একই সত্য তারা ঈশ্বরের প্রতিও প্রয়োগ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সমস্ত ধূর্ততা ও চালাকিকে মাটিতে মিশিয়ে দিয়ে ঈশ্বর সেদিন তাদের কাছে তাঁর সার্বভৌমত্ব প্রকাশ করেছিলেন। একই ঘটনা আমরা কর্মিল পাহাড়েও দেখতে পাই, যেখানে ঈশ্বরের সত্য ভাববাদী এলিয় বালের ভাববাদিদের মুকাবিলা করেছিল (১রাজা ১৮:৩৩-৩৮)।

যাইহোক, সেদিন যে প্রশ্নের উত্তর পেতে পলেষ্টীয়রা সেই পরীক্ষার আশ্রয় নিয়েছিল, সেই ঘটনার কয়েক হাজার বছর পরে, আজ আমরাও সেই একই প্রশ্নের উত্তর পেতে চাই– এ সবের পেছনে কি ঈশ্বর কাজ করছেন, না-কি এ সব হল কাকতালীয় ঘটনা বা দূর্ঘটনা বা দূর্ভাগ্য মাত্র? ওয়েষ্টমিনস্টার বিশ্বাস স্বীকারোক্তির ৩য় অধ্যায়ে বলা হয়েছে, *অনন্ত থেকে ঈশ্বর তাঁর নিজের প্রজ্ঞাপূর্ণ ও পবিত্র ইচ্ছার সঙ্কল্প অনুসারে যা কিছু ঘটতে চলেছে, তা তিনি স্বাধীনভাবে ও অপরিবর্তনীয়রূপে স্থির করে রেখেছেন। এখন, সমস্ত পরিস্থিতির মধ্যে যা কিছু ঘটতে পারে, তার সমস্ত বিষয় যদিও ঈশ্বর জানেন, তথাপি ভবিষ্যৎকে পূর্ব থেকে জানার কারণে বা এমন পরিস্থিতিতে কী ঘটতে পারে তা জানার কারণে, তিনি কিন্তু কোনও বিষয়ের উপর হুকুম জারি করেননি।* বাইবেলের বিভিন্ন অংশে ঈশ্বরের সার্বভৌম প্রজ্ঞা ও ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে। গীত ৩৩:১১ পদে বলা হয়েছে, *"সদাপ্রভুর মন্ত্রণা চিরকাল স্থির থাকে, তাঁর চিত্তের সঙ্কল্প পুরুষানুক্রমে স্থায়ী।"* গীত ১৩৯:১৬ পদে বলা হয়েছে, *"তোমার পুস্তকে সমস্তই লিখিত ছিল, যা দিন দিন গঠিত হচ্ছিল, যখন সে সকলের একটিও ছিল না।"* হিতোপদেশ ১৯:২১ পদে বলা হয়েছে, *"মানুষের মনে অনেক সঙ্কল্প হয়, কিন্তু সদাপ্রভুরই মন্ত্রণা স্থির থাকবে।"* যিশাইয় ১৪:২৭ পদে বলা হয়েছে, *"কারণ বাহিনীগণের সদাপ্রভুই মন্ত্রণা করেছেন, কে তা ব্যর্থ করবে? তাঁরই হাত বিস্তারিত হয়েছে, কে তা ফিরাবে?* (আরও, যিশাইয় ৪৬:১০; যিরমিয় ৪:২৮; দানিয়েল ৪:৩৫; রোমীয় ১১:৩৬; ইফিষীয় ১:১১; ইব্রীয় ৬:১৭-১৮)। এখন, কী ঘটতে চলেছে, তা পূর্ব থেকে জানার কারণে যে ঈশ্বর তা স্থির করেছেন, তা নয়; কিন্তু তিনি তা স্থির করেছেন কারণ, তা তাঁর সার্বভৌম ও স্বাধীন ইচ্ছানুসারে ছিল। এর অর্থ, আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে, তা ঈশ্বরের সার্বভৌম ইচ্ছার মধ্যে, দ্বারা, ও মাধ্যমে ঈশ্বর স্থিরীকৃত। কিছুই ঈশ্বরের ক্ষমতার বাইরে ঘটে না। (গত কাল সাউথ সিটির ছাদ থেকে পড়ে ৩ জনের মৃত্যুও)।

কিন্তু মানুষ আমরা সেই সত্য স্বীকার করতে চাই না, আর তাই পলেষ্টীয়দের মতো আমরাও বারংবার ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করে তাঁর পরীক্ষা করে থাকি। এর জন্য দায়ী আমাদের অবিশ্বাস। পরিবর্তে, আমরা যদি সত্য বিশ্বাসী হই, তাহলে আমরাও শদ্রক, মৈশক ও অবেদ্-নগোর মতো বলব, *"আমরা যাঁর সেবা করি, আমাদের সেই ঈশ্বর আমাদেরকে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড থেকে উদ্ধার করতে সমর্থ আছেন, আর, হে রাজন, তিনি আপনার হাত থেকে আমাদের উদ্ধার করবেন; আর যদি না-ও হয়, তবু হে রাজন, আপনি জানবেন, আমরা আপনার দেবদের সেবা করব না, এবং আপনার স্থাপিত প্রতিমাকে প্রণাম করব না"* (দানিয়েল ৩:১৭-১৮)। কিম্বা পৌলের মতো স্বীকার করব, *"যারা ঈশ্বরকে প্রেম করে, যারা তাঁর সঙ্কল্প অনুসারে আহূত, তাদের পক্ষে সকলই মঙ্গলার্থে একসঙ্গে কাজ করছে"* (রোমীয় ৮:২৮)। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী পলেষ্টীয়দের ন্যায় সর্বদা চিহ্নের অন্বেষণ করব, তারা হাজার প্রমাণ পাওয়া সত্ত্বেও ঐ পলেষ্টীয়দের মতোই কখনও বিশ্বাস করব না। আসুন, তার পরিবর্তে, তাঁর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করি, তাঁকে বিশ্বাস করি!

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com